মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৩৬ | বর্ষঃ তৃতীয় | ডিসেম্বর ২০০৭

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ইয়াবাসহ ৫ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে একটি রেইডিং টীম গত ২০ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ রাত ১১.০০ ঘটিকায় কক্সবাজারস্থ হোটেল সী কুইন এবং হোটেল বিলকিছ এ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে (১) মাহাবুবুর রহমান ওরফে মাহাবুব (৩২), পিতা-মৃত আশরাফজামান ও (২) হেলাল উদ্দিন (৪০), পিতা- মৃত খলিলুর রহমানকে ২০০ (দুইশত) পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায় যে, তারা বার্মার (১) আজিজুল্লাহ, (২) সুনাইয়া, (৩) কালামসহ আরো একাধিক ব্যক্তির নিকট হতে মোবাইল ফোনে চাহিদার ভিত্তিতে ইয়াবা ট্যাবলেট সংগ্রহ করে পাইকারী বিক্রেতা হিসাবে টেকনাফ হতে কক্সবাজার, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে বিক্রয় করে থাকে। জিজ্ঞাসাবাদে আরো জানা যায় যে, গ্রেফতারকৃত মাহাবুব আন্তর্জাতিক ইয়াবা চোরাচালান চক্রের সক্রিয় সদস্য। তারা দীর্ঘদিন যাবত ইয়াবা চোরাচালান ও ব্যবসার সাথে জড়িত। তাছাড়া চট্টগ্রাম উপ–অঞ্চলের সদস্যরা গত ২৬ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও র‍্যাবের সমন্বয়ে গঠিত টিম নিয়ে নগরীর ও, আর, নিজাম রোডস্থ হোটেল নিরিবিলিতে অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদ আলম (৩৫) কে ৩০০ (তিনশত) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করে। এর পরদিন অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে চকবাজার এলাকাস্থ গুলজার সিনেমার সামনে অপর এক অভিযান চালিয়ে ১৯৪(একশত চুরানব্বই) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ (১) মোস্তফা কামাল পাশা (৩৫), (২) মোজাফ্ফর(৩২) এবং (৩) মজিবুর রহমান(৩৫)কে গ্রেফতার করে।

ইয়াবাসহ গ্রেফতারকৃত মাহাবুব ও হেলাল

নোয়াখালীতে ১২৯ বোতল বিলাতী মদ উদ্ধার

১২৯ বোতল বিলাদী মদসহ গ্রেফতারকৃত রাশেদা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নোয়াখালী উপ-অঞ্চলাধীন সদর সার্কেলের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৪ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে ১ শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব গোলামুর রহমানের নেতৃত্বে নোয়াখালী পৌর বাজার এলাকার বিপরীতে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা আনুমানিক ৩,৪৩,০০০/= (তিনলক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা মূল্যের ১২৯ বোতল বিভিন্ন ব্রান্ডের বিলাতী মদ উদ্ধার করেন। ঘটনার সময় রাশেদা বেগম (৪০) নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদকালে সে এবং তাঁর স্বামী মোঃ আবু জাফর (পলাতক) মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। এ বিষয়ে রাশেদা এবং তার স্বামীর নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নোয়াখালীর সুধারাম থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সম্পাদকের কথা

মাদকাসক্তিঃ এইচআইভি

বাংলাদেশে এইচআইভি এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একজন বিদেশীর শরীরে এইচআইভি উপস্থিতির মাধ্যমে। তা ১৯৮৬ সালের কথা। এর ৩ বছর পর একজন বাংলাদেশীর শরীরে এইচআইভি এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে ১৯৮৯ সালে। যদিও এইচআইভি ভাইরাসের বিস্তারের দিক থেকে এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশকে নিম্নপর্যায় হিসাবে গণ্য করা হয় কিন্তু এর বিস্তার যে হারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা জরুরী ভিত্তিতে প্রতিরোধ করা না হলে অচিরেই দেশ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। দেশে সর্বপ্রথম এইচআইভি'র উপস্থিতি নিশ্চিত হবার পর থেকে ডিসেম্বর ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৫৭ জন (১২৭ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা) এর দেহে এই ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। কেবলমাত্র ডিসেম্বর ১৯৯৯ থেকে ডিসেম্বর ২০০০ অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে ৩১ জনের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে, যা পূর্ববর্তী যেকোন বছরের চেয়ে বেশী। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে দেশে পরিচালিত প্রথম সেরো-সার্ভিলেন্সে বিভিন্ন ডিটক্সিফিকেশন সেন্টারে আসা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শিরায় মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে জরিপ করে দেখা যায় যে, শতকরা ৯০ জনই একজনের ব্যবহৃত সুঁই ও সিরিঞ্জ নিজের জন্য ব্যবহার করছে। এর ফলে একজন এইচআইভি আক্রান্ত মাদকাসক্তের ব্যবহৃত সুঁই ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হলে অন্য একজন মাদকাসক্ত রক্ত দূষণের কারণে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। আর এভাবেই সুঁই ও সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস প্রসার ঘটছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিডেল সুঁই সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে যারা মাদক গ্রহণ করে তাদেরকে মাদকমুক্ত করে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলে তাঁদেরকে হয়তো এইচআইভির ভয়াল থাবা থেকেও রক্ষা করা যাবে। অতএব এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রমের পাশাপাশি সুঁই ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী মাদকাসক্তদের সূচিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করা সময়ের দাবি।

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া উপ–অঞ্চলের দর্শনা ডিষ্টিলারীজ এর ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বধায়ক জনাব মোঃ আজিজ উদ্দিন মোস্তাজীর ২৪/১২/২০০৭ তারিখে, পটুয়াখালী উপ-অঞ্চলের পরিদর্শক জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন ১৪/১২/২০০৭ তারিখে, ঢাকা উপ–অঞ্চলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব এ,কে,এম হাবিবুর রহমান ৩১/১২/২০০৭ তারিখে, ঢাকা মেট্রোঃ উপ–অঞ্চলের সিপাই জনাব মোঃ ইউসুফ আলী খান ৩০/১২/২০০৭ তারিখে এবং সিলেট উপ–অঞ্চলের সিপাই জনাব রাকেশ চন্দ্র দে ১৮/১২/২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ আজিজ উদ্দিন মোস্তাজীর ২৪/১২/২০০৮ তারিখে, জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন ১৪/১২/২০০৮ তারিখে, জনাব এ,কে,এম হাবিবুর রহমান ৩১/১২/২০০৮ তারিখে, জনাব মোঃ ইউসুফ আলী খান ৩০/১২/২০০৮ তারিখে এবং জনাব রাকেশ চন্দ্র দে ১৮/১২/২০০৮ তারিখে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নভেম্বর/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১০২	১৩৭
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬০	৭২
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৩	৪৩
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৯	২৬
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১০	১৪
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৯	১১
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪১	৫২
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১১	৭
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৭	৩৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৩	২৩
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৮	৩৭
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৮	৭
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৪	৭
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	৪
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	২
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৭	৩৮
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩২	৪৫
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৩	১৬
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৪	৫
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	১
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৮১	১০২
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৭	২৩
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২১	১৯
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৭	৪৩
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২৪	৩২
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	২২
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৭
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১০
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৫	৬
	সর্বমোটঃ	৬৭২	৮৪৫

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

নভেম্বর/০৭ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৩৭৭ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। নভেম্বর/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৮২	১৫৬	২৩৮	১২৯	১০৯
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১০	১০	২০	২০	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	৩	৭	১০	৪	৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৩৯	৭০	১০৯	২৪	৮৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	-	-	-	-	-
মোট	১৩৪	২৪৩	৩৭৭	১৭৭	২০০

৩

অধিদপ্তরের আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

অধিদপ্তরের নভেম্বর/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১২৯	১৬৯	০.৯১৯ কেজি
গাঁজা	১৯৯	২০৫	১৪৪.১০৮ কেজি
গাঁজা গাছ	৩	৩	২৮ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৬৭	২০৯	২১৫৭.৫ লিটার
বিদেশী মদ	১৪	১৫	৫৪৭ বোতল
বিয়ার	২	২	৬৩৫ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৪	৭	৮৪.৭ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩	৩	৭০ লিটার
ফেন্সিডিল(বোতলজাত)	১১৭	১৫৫	২৯০৮ বোতল
ফেন্সিডিল(লুজ)			৫.৬ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৭	১১	৯২৬ লিটার
পেথিডিন	১	১	৯ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	৭	৭	১৫৯ এ্যাম্পুল
জাওয়া			২৫০৮২ লিটার
বাখার			৭ কেজি
অন্যান্য	২	৩০	
মরফিন			২৩ এ্যাম্পুল
ইয়াবা ট্যাবলেট	১৬	২৭	১৪৫৮ টি
আইসপিল			১২ টি
রিকোডেক্স সিরাপ	১	১	১৮ বোতল
নগদ অর্থ			১২০৩১৭ টাকা
প্রাইভেট কার			১ টি
সি,এন,জি			৩ টি
মোবাইল সেট			২৩ টি
মোটর সাইকেল			২ টি
মোট	৬৭২	৮৪৫	

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে নভেম্বর/০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৭ হতে নভেম্বর/০৭ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	নভেম্বর/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৫৭৭.৭৩৬ মেঃ টন	১৮১.৮৪৫ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	-	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩২৫.১২ মেঃ টন	৬৭.২০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	১৫৫.৪৪৯ মেঃ টন	৫২.৯৮৪ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৩৮.৫০ মেঃ টন	২০ মেঃ টন

উল্লেখ্য এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যাল এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৩১২২৪৯।

আইন-আদালত

নভেম্বর/০৭ মাসে উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নিষ্পত্তিকৃত মামলা এবং নভেম্বর/০৭ মাসের পর্যন্ত অনিষ্পত্তি কৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	নভেম্বর/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৮	১৯	৪৭৮২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬	৬	৩৪৯৪
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	১	১	২৪১৮
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৬	৬	৬২৬
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	-	-	৫৯৭
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৪৭২
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	১	২	২৯৮৭
৯	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১	১	৯৫৮
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৬২৬
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	-	-	১৯১২
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৬৩
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৬৮
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১৩
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৭০
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৫১৭
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	-	-	২৪৬১
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	১৩	১৫	৯০২
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৮	৯	১২১৭
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	২	৪	৬৪৭
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	১১৯
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৫৭
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৮৫
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৯	১২	৩৯৮৪
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৩	৩	১৫১৯
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১	১	১৩৪৪
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	২	২	১৯৯৫
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১০	৮	১৪৩৭
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩০৭
	সর্বমোটঃ	৮৩	৯১	৩৬৪৭৭

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের সাথে ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	নভেম্বর /০৬	নভেম্বর /০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৩৯,৪৯,৭৪২	৬৬,৮৫,৬৬৫
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৭০,১৩,২৮৬	৬৮,৯২,৪৯০
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৯৯,৮৮,৭৭২	১,৬১,৯০,৫০৩
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৪০,৪৮,৮৫০	৫৯,৯৩,৪৮৭
	মোট	৩,৫০,০০,৬৪৯	৩,৫৭,৬২,১৪৫

শোক সংবাদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের চান্দগাঁও সার্কেলের পরিদর্শক জনাব এরশাদ উদ্দিন আহমেদ গত ১৫/১১/২০০৭ তারিখে এবং ২১/১১/২০০৭তারিখে কক্সবাজার উপ–অঞ্চলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ আমিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তাঁদের অকাল মৃত্যুতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশসহ মরহুমদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হচ্ছে।

মাদক বিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক জনাব সৈয়দ মিজানুর রহমান।

গাজীপুর ও চট্টগ্রামে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা

গাজীপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটির উদ্যোগে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্কেল ও কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গত ২২ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে কালীগঞ্জ থানাধীন নাগরি ইউনিয়নের মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান বিরোধী গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক সৈয়দ মিজানুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আবু তালেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা। সমাবেশে নাগরী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এডভোকেট সিরাজুল মন্ডল এবং পুবাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন আহমেদ এলাকায় অবৈধ চোলাই মদ তৈরী কারখানা উচ্ছেদের জন্য প্রশাসনসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এছাড়া মাদকাসক্তি পুনর্বাসন সহায়তা ও পরামর্শ কেন্দ্র "আলো"র উদ্যোগে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সহযোগিতায় গত ৯ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে চট্টগ্রামস্থ হালিশহর ইডেন গার্ডেন কমিউনিটি সেন্টারে "গণসচতেনতাই মাদক প্রতিরোধের উপায়" শীর্ষক আলোচনা এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে "আলো"র পরিচালক শিশির দে'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) জনাব শাহীনুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ।

ঢাকায় ফেন্সিডিলসহ ২ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখ সকাল ৬.১৫ ঘটিকায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ৪ নং প্লাটফর্ম ও কমলাপুরস্থ এস আলম বাস ডিপোর সামনের রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে ১৯০ বোতল ফেন্সিডিলসহ (১) ইয়ামিন ওরফে ইয়াসিন (২০) ও (২) মোঃ রফিক ওরফে হোসেন (২২) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় জিআরপি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

নভেম্বর/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	কর্মসূচীর নাম	সংখ্যা ২০০৭ সাল	
		নভেম্বর	জানুঃ-নভেম্বর
১।	মাইকিং কর্মসূচী-	৮ টি	১২১ টি
২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সভা	৯ টি	৩৬ টি
৩।	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৩৫০ টি	৪৩৯১ টি
৪।	অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম-	৫৮ টি	৬১৪ টি
৫।	শ্রেণী বক্তৃতা	২ টি	১১ টি
৬।	পোস্টার বিতরণ কর্মসূচী-	১৫২ টি	১১৮৭ টি
৭।	লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী-	৪৫০ টি	১৬৬৬০ টি
৮।	ফেষ্টুন বিতরণ কর্মসূচী	-	৭ টি
৯।	স্টিকার বিতরণ কর্মসূচী	-	১০২০০ টি
১০।	স্যুভেনির বিতরণ কর্মসূচী-	-	১৫১ টি।
১১।	বুলেটিন বিতরণ কর্মসূচী-	৩৩৯ টি	৩৭২৯ টি।
১২।	ফ্লিপ চার্ট বিতরণ কর্মসূচী-	২ টি	২৩৭ টি
১৩।	সেমিনার/ওয়ার্কশপ-	৩১ টি	৯২ টি
১৪।	মাদকবিরোধী ফিল্ম প্রদর্শন	১ টি	৫ টি
১৫।	বিভিন্ন প্রকাশনা প্রদর্শন-	২০০ টি	৫১০ টি
১৬।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-	-	২ টি

চট্টগ্রামে আলো'র আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব শাহীনুল ইসলাম

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর ক্যামিকেলস এর রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। নভেম্বর/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৭৪৭	৭৪৭	-	৭৪৭	-
পুলিশ	৭৯৮	৭৯৪	৩	৭৯৭	১
বিডিআর	২	২	-	২	-
র‍্যাব	৪	৪	-	৪	-
সর্বমোট	১৫৫১	১৫৪৭	৩	১৫৫০	১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ওয়েজ আর্নার্স হোস্টেল ভবন (লেভেল-৮), ৭১-৭২,পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।